৬.২

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
রাজশাহী

বিষয়: "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী : মোহাম্মদ এমদাদুল বারী
সদস্য (সম্প্রসারণ ও প্রেষণা) ও প্রকল্প পরিচালক
"রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

দাপ্তরিক ঠিকানা : বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী

পরিদর্শনের তারিখ : ২৯-১০-২০২০ হতে ০১-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত

প্রকল্পের নাম : "রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২৮-১০-২০২০ তারিখের ২৪.০৬.০০০০.০০০.২৫.০০২.১৮-৩৯ নং অনুমোদিত ভ্রমণসূচি মোতাবেক অদ্য ২৯-১০-২০২০ তারিখ আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর এর আওতাধীন নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার চওড়া এলাকায় ২০২০-২১ অর্থ বছরে রংপুর প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত "হামুর হাট" নামক আইডিয়াল রেশম পল্লীর ৩ (তিন) জন চাষী (১) মোসাঃ সেতারা বেগম (২) গোলাপি বেগম এবং (৩) রাশেদা বেগম এর ৮ শতক (৫ কাঠা) করে মোট ২৪ শতক (১৫ কাঠা) জমিতে লোকাট তুঁতচারা রোপন কার্যক্রম পরিদর্শনসহ তাদের তুঁতপ্লটে তুঁতচারা রোপন করি **(ছবি সংযুক্ত নং-১)।** এ সময় জনাব মোঃ মাহবুব-উল-হক, উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, জনাব মোঃ রেজাউল করিম, ম্যানেজার সম্প্রসারণ, সৈয়দপুর রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণ:

পর্যবেক্ষণে দেখা গেল উপরে উল্লিখিত ৩ জন চাষীর জমিতে লোকাট তুঁতচারা রোপন করা হচ্ছে। তুঁতচারা রোপনের সময় ৩জন চাষীই উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ৩ জনকেই জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী? উত্তরে ৩ জনই একই সুরে জনান যে, আমরা স্যার ৩ জনই আমাদের নিজস্ব জমিতে তুঁতচারা রোপন করছি এবং এই গাছ পরিচর্যা করে এর থেকে পাতা নিয়ে পলুপালন করে লাভবান হতে অর্থাৎ আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করতে চাই। সরকার যদি আমাদের একটু সহযোগিতা করে আশা করি ভবিষ্যতে আমরা ভাল বসনী হতে পারবো।

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. প্লটে যেহেতু নতুন তুঁতচারা রোপন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে অন্তত ১ বছর পর্যন্ত চারাগুলোর যত্ন নিতে হবে এবং প্লটের চারাপাশে ঘেড়া/বেড়া দিতে হবে। এ বিষয়ে তাদের (চাষী) সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরী পরামর্শ প্রদানের জন্য জনাব মোঃ রেজাউল করিম, ম্যানেজার সম্প্রসারণ, সৈয়দপুর রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র'কে নির্দেশনা দেওয়া হলো।

এরপর ঐ এলাকায় রেশম চাষে আগ্রহী জনাব নারগিস বেগম, যিনি তাঁর ১৫ শতক জমিতে তুঁতচারা রোপন করতে ইচ্ছুক তাঁর প্লটটি পরিদর্শন করি **(ছবি সংযুক্ত নং-২)।**

একই উপজেলার ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রোপনকৃত আলমপুর ব্লকটি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক পূর্নগঠন করার নিমিত্ত কিছু তুঁতচারা নতুন করে রোপন (গ্যাপ ফিলিং) কার্যক্রম পরিদর্শন করি **(ছবি সংযুক্ত নং-৩)।**

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. ব্লকে এবছর যেসব তুঁতচারা রোপন করা হচ্ছে সেগুলো যাতে সঠিকভাবে টিকে থাকে সে ব্যাপরে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার এবং পাহারাদার'কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জনয কঠোর ভাবে নির্দেশনা দেয়া হলো।

সৈয়দপুর থেকে রওনা হয়ে বদরগঞ্জ উপজেলায় পৌছে বদরগঞ্জ উপজেলার রাধানগর ইউনিয়নে ২০২০-২১ অর্থ বছরে (১) মাদ্রাসা পাড়া (২) ফেডারেল মোড় (৩) এরশাদিয়া (৪) কালুয়াগাজী এবং (৫) কালির হাট নামক ব্লকের রাস্তা পরিদর্শন করি **(ছবি সংযুক্ত নং-৪)।**

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলোচনা করে তাদের লিখিত অনুমোদন নিয়ে উক্ত রাস্তায় তুঁতব্লক স্থাপন অথাৎ গাছ লাগানোর জন্য উপপরিচালক এবং ম্যানেজার সম্প্রসারণ'কে বলা হলো।

৩০-১০-২০২০ তারিখ বড়বাড়ী রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্রের আওতাধীন ২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থাপনকৃত নতুন ভিম সরমা নামক ব্লকটি পরিদর্শন করা হয় **(ছবি সংযুক্ত নং-৫)।** এ সময় জনাব মোঃ মাহবুব-উল-হক, উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর, জনাব মোঃ ফারুক হোসেন মোস্তাজির, ম্যানেজার সম্প্রসারণ, বড়বাড়ী রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণ:

পর্যবেক্ষণে দেখা গেল গত ২ দিন পূর্বে এই ব্লকটি স্থাপন করা হয়েছে অর্থাৎ ব্লকটি'তে ৮০০টি তুঁতচারা রোপন করা হয়েছে। পরিদর্শনে দেখা গেল তুঁতচারার সাথে যেসব বাঁশের খুটি দেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে বেশ কিছু খুটি মানসম্মত নয়।

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. নতুন রোপনকৃত তুঁতচারার সাথে মানসম্মত খুটি দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার সম্প্রসারণ'কে বলা হলো।
২. সংশ্লিষ্ট পাহারাদার'কে প্রতিদিন ৫০ টি করে গাছ নির্বাচন করে তার পরিচর্যা করার জন্য বলা হলো।
৩. ব্লক স্থাপনের সাথে সাথে প্রকল্পের নাম সম্বলিত সুন্দর সাইন বোর্ড দিতে হবে এবং সাইনবোর্ডে সরকারি গাছ নষ্ট করা "দন্ডনীয় অপরাধ" শব্দটি লিখে দিতে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার সম্প্রসারণ'কে বলা হলো।

এরপর নাগেশ্বরী কেন্দ্রের আওতাধীন ফুলবাড়ী উপজেলার "চরবল্লা" নামক ব্লক স্থাপন করার লক্ষ্যে বজরের খামার এলাকার রাস্তা পরিদর্শন করি **(ছবি সংযুক্ত নং-৬)।**

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে আলোচনা করে তাদের লিখিত অনুমোদন নিয়ে উক্ত রাস্তায় তুঁতব্লক স্থাপন অথাৎ গাছ লাগানোর জন্য উপপরিচালক এবং ম্যানেজার সম্প্রসারণ'কে বলা হলো।

২০২০-২১ বছরে রংপুর প্রকল্পের অওতায় ৮ টি আইডিয়াল রেশম পল্লী স্থাপন করা হবে সে মোতাবেক "বড়ভিটা আইডিয়াল রেশম পল্লী'র" নতুন সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনিত হই **(ছবি সংযুক্ত নং-৭)।** ।

সিদ্ধান্ত:

নাগেশ্বরী উপজেলা থেকে ৬০ জনকে বাছাই করে ঐ এলাকায় ২০২০-২১ বছরে "বড়ভিটা" নামক আইডিয়াল রেশম পল্লী তৈরী করতে হবে।

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. আইডিয়াল রেশম পল্লীর প্রথম শর্ত হলো প্রত্যেক চাষীর ৮ শতক (৫ কাঠা) নিজস্ব জমি থাকতে হবে।
২. পলুঘর নির্মাণ করার জন্য বাড়িতে পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে।
৩. সমন্বিত প্রকল্পের চাষী/বসনী'দের এই প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না।

৩১-১০-২০২০ তারিখ রংপুর কেন্দ্রের আওতাধীন ২০২০-২১ অর্থ বছরে স্থাপনকৃত নতুন ৭ টি ব্লক পরিদর্শন করি **(ছবি সংযুক্ত নং-৮)**। এ সময় জনাব মোঃ মাহবুব-উল-হক, উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর, জনাব মোঃ হাসিবুল ইসলাম, ম্যানেজার সম্প্রসারণ, রংপুর রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনকৃত ব্লকের তুঁতচাষের বিবরণ নিম্নরূপভাবে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	ব্লকের নাম	রোপনের বছর	রোপিত তুঁতচারার সংখ্যা	মন্তব্য
১.	রংপুর	পাঠানটারী ব্লক	২০২০-২০২১	৮০০ টি	১. এই ব্লকগুলো দর্শনে দেখাগেল ব্লকের চারাগুলো খুব সুন্দরভাবে রোপন করা হয়েছে এবং চারাগুলোও অত্যন্ত সতেজ মনে হলো। ২. গাছের সাথে যেসব খুটি দেয়া হয়েছে সেগুলো অনেক ভাল মানের এবং টেকসই মনে হলো।
২.		বালাপাড়া ব্লক	২০২০-২০২১	৮০০ টি	
৩.		ছিদ মাছখালী ব্লক	২০২০-২০২১	৮০০ টি	
৪.		ইন্দ্রারপাড় ব্লক	২০২০-২০২১	৮০০ টি	
৫.		তাতী পাড়া ব্লক	২০২০-২০২১	৮০০ টি	
৬.		ঘুরিয়া খাল ব্লক	২০২০-২০২১	৮০০ টি	
৭.		আদিবাসী পাড়া ব্লক (সাওতাল পাড়া)	২০২০-২০২১	৮০০ টি	

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. ব্লকগুলো প্রথম অবস্থায় যেরূপ আছে তাতে গাছগুলো'কে সঠিকভাবে পরিচর্যা করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার'কে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বলা হলো।

০১-১১-২০২০ তারিখ গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ কেন্দ্রের আওতাধীন পলাশবাড়ী উপজেলায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে স্থাপনকৃত চকনদী ব্লকটি পরিদর্শন করি **(ছবি সংযুক্ত নং-৯)**। এ সময় জনাব মোঃ মাহবুব-উল-হক, উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর এবং সুন্দরগঞ্জ রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ম্যানেজার, জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণ:

পর্যবেক্ষণে দেখা গেল এই ব্লকটি'তে ২ জন পাহারাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ২ জন পাহারাদার নিয়োগ করা সত্ত্বেও ব্লকের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় যে, ২ জন পাহারাদারই রেশারেশি করে কাজে ফাকি দেয়।

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. কোন অবস্থায়ই ব্লকে ২ জন পাহারাদার রাখা যাবে না। এ বিষয়ে এই প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী'কে কঠোরভাবে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২০২০-২১ বছরে রংপুর প্রকল্পের অওতায় ৮ টি আইডিয়াল রেশম পল্লী স্থাপন করা হবে সে মোতাবেক পলাশবাড়ী উপজেলায় "পলাশবাড়ী আইডিয়াল রেশম পল্লী'র" সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করি **(ছবি সংযুক্ত নং-১০)**। নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনিত হই।

সিদ্ধান্ত:

শুধমাত্র পলাশবাড়ী উপজেলা থেকে ৬০ জনকে বাছাই করে ঐ এলাকায় ২০২০-২১ বছরে আইডিয়াল রেশম পল্লী তৈরী করতে হবে।

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. আইডিয়াল রেশম পল্লীর প্রথম শর্ত হলো প্রত্যেক চাষীর ৮ শতক (৫ কাঠা) নিজস্ব জমি থাকতে হবে।

৪. একই পরিবার থেকে একাধিক চাষী নির্বাচন করা যাবে না।
৫. ব্লক, আইডিয়াল এবং সাধারণ চাষী পৃথক হবে।

এরপর সুন্দরগঞ্জ কেন্দ্রের আওতাধীন সাদুল্যাপুর উপজেলায় ২০২০-২১ বছরে স্থাপনকৃত ২ টি নতুন ব্লক পরিদর্শন করি **(ছবি সংযুক্ত নং-১১)।**

পরিদর্শনকৃত ব্লকের তুঁতচাষের বিবরণ নিম্নরূপভাবে তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	কেন্দ্রের নাম	ব্লকের নাম	রোপনের বছর	রোপিত তুঁতচারার সংখ্যা	মন্তব্য
১.	সুন্দরগঞ্জ	ভাতগ্রাম পশ্চিম পাড়া	২০২০-২০২১	৮০০ টি	এই ব্লকগুলো দর্শনে দেখা গেল ব্লকের চারাগুলো খুব সুন্দরভাবে রোপন করা হয়েছে এবং চারাগুলোও অত্যন্ত সতেজ মনে হলো।
২.		ভাতগ্রাম পূর্ব পাড়া	২০২০-২০২১	৮০০ টি	

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. ব্লকগুলো প্রথম অবস্থায় যেরূপ আছে তাতে গাছগুলো'কে সঠিকভাবে পরিচর্যা করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ম্যানেজার'কে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করার জন্য বলা হলো।

তারপর সাদুল্যাপুর হতে রওনা হয়ে বগুড়া রেশম বীজাগারে পৌছে বগুড়া রেশম বীজাগার পরিদর্শন করি। এ সময় জনাব মোঃ মাহবুব-উল-হক, উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর, জনাব আব্দুস সামাদ চৌধুরী, সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বগুড়া জনাব মোঃ নাজমুল হোসেন, ফার্ম-ম্যানেজার, বগুড়া রেশম বীজাগারসহ বীজাগারে অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

পর্যবেক্ষণ:

পর্যবেক্ষণে দেখা গেল এ বীজাগার'টি সর্বমোট ১০০ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বীজাগারের দুই'টি অংশ প্রধান সড়কের পূর্ব পাশে জমির পরিমান ৫০ বিঘা এবং পশ্চিম পাশে ৫০ বিঘা। পূর্ব পাশে অর্থাৎ যেখানে জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়ের অফিস কক্ষ, রেস্টহাউজ, ফার্মম্যানেজারের কার্যালয়, রেয়ারিং হাউজ অবস্থিত সেখানটা দর্শনে দেখা গেল, বেশ কিছু প্লটে এখনও পানি জমে আছে। উপস্থিত কর্মকর্তাদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা জানান যে, এবারের বন্যায় পুরো বীজাগার তলিয়ে গেছে শুধু তাই না ভারী বৃষ্টি হলেই বীজাগারে পানি জমে থাকে এবং পানি কোনদিকে নামতে পারে না। কারণ রাস্তা থেকে বীজাগারের জমি কমপক্ষে ২ ফিট নিচু। ঐ সমস্ত প্লটের তুঁতগাছগুলো মরে কাঠ হয়ে আছে **(ছবি সংযুক্ত নং-১২)।**

সুপারিশ:

(ক) বীজাগারে যেকোন উপায়ে মাটি ভরাট করে রাস্তা থেকে কমপক্ষে ২ ফিট উচু করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়ার সুপারিশ করা হলো।

২০২০-২১ অর্থ বছরে এ বীজাগারের রাস্তার পশ্চিম পাশের অংশে ২৫ বিঘা জমিতে রংপুর প্রকল্পের আওতায় তুঁতচারা উৎপাদনের লক্ষ্যে কাটিংস রোপন করা হবে। পুরো ২৫ বিঘা জমিতে তুঁতচারা উৎপাদন করা হলে জমিতে সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য বীজাগারের এই অংশে একটি "সাবমারসিবল পাম্প" বসানো জরুরি হয়ে পড়েছে। বগুড়া পি-২ বীজাগারে ডিম উৎপাদন কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে রাস্তার পশ্চিম পাশে উচু জমিতে তুঁতচাষ করা আবশ্যক।

নির্দেশনা/পরামর্শ:

১. বীজাগারে "সাবমারসিবল পাম্প" বসানোর জন্য ব্যয়প্রাকলনসহ অনুমোদনের জন্য বোর্ড প্রধান কার্যালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক এবং ফার্মম্যানেজার'কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২. পি-২ বীজাগারে ডিম উৎপাদনের লক্ষ্যে রাস্তার পশ্চিম পাশে ৭ বিঘা জমিতে তুঁতচাষ করতে হবে। এজন্য রংপুর প্রকল্প হতে তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন খাতে প্রদত্ত অর্থ ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর'কে নির্দেশ দেয়া হলো।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ বীজাগারে ২৬ বিঘা জমিতে তুঁতচারা উৎপাদন করা হয়েছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১,৩০,০০০ টি তুঁতচারা উত্তোলন করে ছায়াযুক্ত যায়গায় রাখা হয়েছে **(ছবি সংযুক্ত নং-১৩)**। উত্তোলনকৃত তুঁতচারার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে বীজাগারের ম্যানেজার জানান যে, নিম্নরূপভাবে তুঁতচারা বিতরণ করা হবেঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়/এলাকার নাম	তুঁতচারার পরিমান	মন্তব্য
১.	রংপুর সম্প্রসারণ এলাকা	১৮,০০০ টি	তুঁতচারাগুলো পরিবহনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে সংশ্লিষ্ট সকল'কে অনুরোধ করা হলো।
২.	বগুড়া সম্প্রসারণ এলাকা	১৮,০০০ টি	
৩.	ঠাকুরগাঁও সম্প্রসারণ এলাকা	১০,০০০ টি	
৪.	রাঙ্গামাটি সম্প্রসারণ এলাকা	৪৪,০০০ টি	
৫.	ভোলাহাট সম্প্রসারণ এলাকা	৪০,০০০ টি	
	মোট=	১,৩০,০০০ টি	

পরিশেষে রাতে রাজশাহীতে নিজ কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করি।

স্বাক্ষরিত/
০৯-১১-২০২০
(মোহাম্মদ এমদাদুল বারী)
পরিচালক (সম্প্রসারণ) ও
প্রকল্প পরিচালক
"রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ" শীর্ষক প্রকল্প

স্মারক নং-২৪.০৬.০০০০.০০৩.০১.০৩.১৩- ২০১

তারিখ: ০৯-১১-২০২০ খ্রি:

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও কার্যার্থে

১। সচিবের একান্ত সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী।
৩। উপপরিচালক, আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর (তাঁকে পরিদর্শন প্রতিবেদনের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৪। সহকারী পরিচালক, জোনাল রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, বগুড়া।
৫। ফার্ম-ম্যানেজার, বগুড়া রেশম বীজাগার, বগুড়া।
৫। ম্যানেজার সম্প্রসারণ, রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, রংপুর সদর/বড়বাড়ী/ সৈয়দপুর/নাগেশ্বরী/সুন্দরগঞ্জ।
৬। পি, এ টু মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে)।

স্বাক্ষরিত/
০৯-১১-২০২০

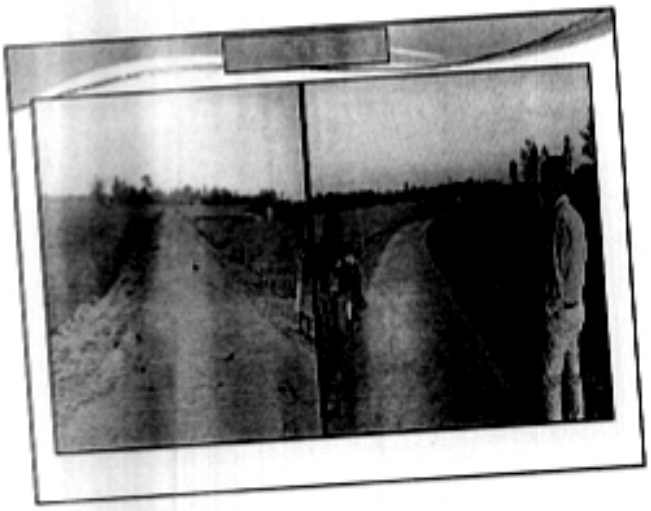

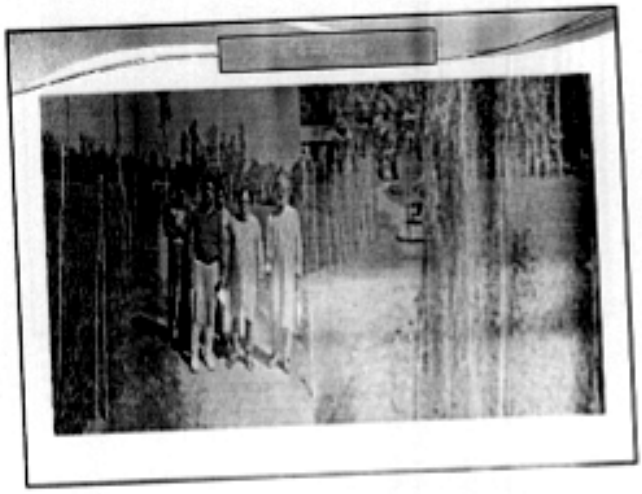

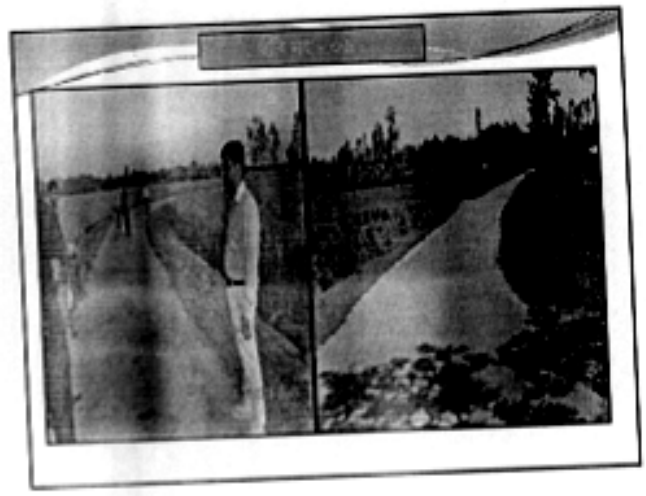

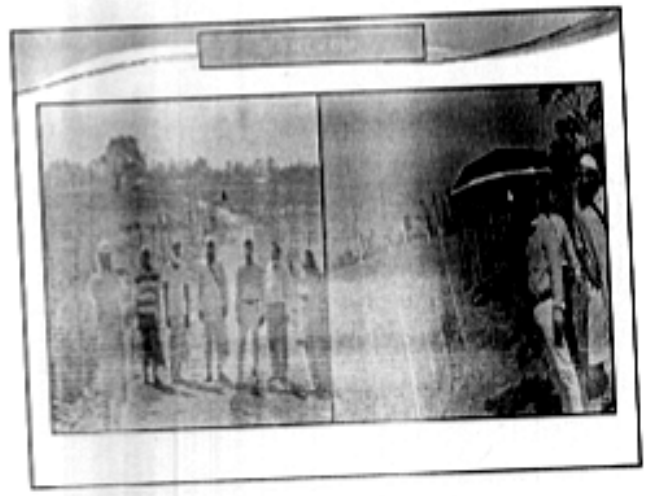

ছবি নং - ১২